এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

ফেব্রুয়ারি ২০১১

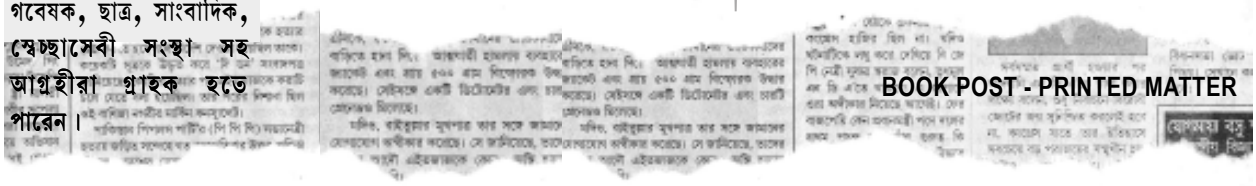

হাওয়া মোরগ

১৬/২৮২

জলবায়ু বদল আগামীদিনে দেশের ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে এই নিয়ে হালে এক সমীক্ষা হল। সমীক্ষা করল ইন্ডিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাসেসমেন্ট। এই সমন্বয়ে আছে একশোর বেশি বৈজ্ঞানিক সংস্থা। সমীক্ষা বলছে, গত শতকের সাত-এর দশকের চেয়ে ২০৩০-এর দশকে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা বেশ বৃদ্ধি পাবে। যার পরিমাণ হবে ১.৭ থেকে ২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পরিবর্তনের প্রভাব হবে মিশ্র। ঝড়-বৃষ্টি-তুষারপাত অনিয়মিত হবে, কিন্তু সাইক্লোনের সংখ্যা কমবে। ভুট্টা-জোয়ার-বাজরা ইত্যাদির ফলন কমবে, কিন্তু সেচের সাহায্যে ধানের ফলন বাড়বে। গবাদি পশুর দুধ কমবে। নানা সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন বাড়বে। জম্মু কাশ্মীরে নতুন এলাকায় ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়বে, কিন্তু উপকূল জনপদে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমবে। খবর দিচ্ছে নভেম্বর ২০১০-এর গ্রিন ফাইল।

বন্দনা শিবা বললেন

১৬/২৮৩

পৃথিবী রক্ষায় 'ইকোলজিক্যাল পার্লামেন্ট' গড়তে যুব-প্রজন্মকে আহ্বান জানালেন বন্দনা শিবা। এমআইটি-র স্কুল অফ গভর্নমেন্টের ভারতীয় ছাত্রদের এক সভায় বন্দনা একথা বলেছেন। সঙ্গে 'কৃষক ও বীজ' নিয়ে পাঠক্রম চালু করতেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অনুরোধ করেছেন। ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল এই খবর দিল।

নিজভূমে!

১৬/২৮৪

অরুণাচলের এক জনজাতি বিপন্ন। এই জনজাতির নাম ইডু মিশমি। এই জনজাতির বাস অরুণাচলের ডিবাং ঘাটিতে। এখানে এবার কয়েকটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রস্তাব হয়েছে। ফলে এখানের সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্র, বন-নির্ভর জীবিকা ও জীববৈচিত্র নষ্ট হবে। এই জনজাতির জনসমষ্টি বর্তমানেই বারো হাজার। জীববৈচিত্র নষ্ট হলে তা কোথায় দাঁড়াবে? এইসব খবর দিল সর্বোদয় প্রেস সার্ভিস।

কড়া দাওয়াই

১৬/২৮৫

স্বাস্থ্য মন্ত্রক নাগাড়ে ওষুধ প্রয়োগের উপর রাশ টানতে, জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক নীতির চূড়ান্ত রূপ দিতে চলেছে। সরকারের এই তৎপরতার কারণ হল, গত আগস্টে 'দ্য ল্যানসেট ইনফেকশাস ডিজিজেস' পত্রিকার একটি রিপোর্ট। যেখানে বলা হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানে চিকিৎসা করানো বিদেশি রোগির দেহে সুপারবাগ নামের ওষুধ-প্রতিরোধী ব্যাক্টেরিয়ার সন্ধান মিলছে। নয়া নিয়মে, অনুমোদিত অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া অন্য ওষুধ প্রেসক্রিপশন বিক্রয় চলবে না। খবর দিল ডাউন টু আর্থ নভেম্বর ১৬-৩০- ২০১০।

আগুন ! আগুন ! ১৬/২৮৬

বিশ্বজুড়ে দাবানলের ঘটনা বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে দাবানলের সম্ভাবনার প্রাসঙ্গিক তথ্য বিচার করে, বিজ্ঞানীরা দাবানলের সক্রিয়তার একটি মানচিত্র তৈরি করেছেন। তাদের ভবিষ্যৎবাণী, ২১০০ সালের মধ্যে দাবানলের ঘটনা পাঁচ শতাংশ বাড়বে। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য এশিয়া, সাইবেরিয়া, দক্ষিণ ইউরোপ ও আফ্রিকার অনেকটা ভূখণ্ডেই ব্যাপক দাবানলের আশঙ্কা আছে। কিন্তু উত্তর ইউরোপ, নিরক্ষীয় আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় দাবানলের ঘটনা হ্রাস পাবে। খবর দিল নভেম্বর ১৬-৩০-২০১০ এর ডাউন টু আর্থ।

ফাও-কী খাও ? ১৬/২৮৭

রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ফাও জানিয়েছে, গত ডিসেম্বরে বিশ্বে খাদ্যপণ্যের দাম সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছে। এই দাম ২০০৮-এর রেকর্ডকেও ছাড়িয়েছে। ২০০৮-এ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য দেশে দেশে দাঙ্গা হয়েছিল। রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফাও তরফে বলা হয়েছে, ভুট্টা, গম ও অন্যান্য শস্যের দাম আরও বাড়তে পারে। বর্তমান আবহাওয়ার মতিগতি অজানা বলেই এই উদ্বেগ বাড়ছে। যদি আর্জেন্টিনার শুখা পরিস্থিতি খরার আকার নেয় বা উত্তর গোলার্ধের শীতের প্রভাবে গমের ফলন মার খায়, তাহলে বিশ্বের সামগ্রিক খাদ্যপণ্যের দামের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। খবর দিচ্ছে ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

পতিত পাবনী : ১৬/২৮৮

কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরকাশি থেকে গোমুখ অব্দি ১৩৫ কিলোমিটার গঙ্গা প্রবাহপথকে পরিবেশের দিক থেকে স্পর্শকাতর বলে ঘোষণা করেছে। ফলে ওই অঞ্চলে গঙ্গার উপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো কোনো প্রকল্প তৈরি করা যাবেনা। প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে ন্যাশনাল গঙ্গা রিভারবেসিন অথরিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া ঠিক হয়েছে লৌহারি নাগাপালা, পালামোনেরি ও ভৈঁরোঘাটির তিনটি বড় বিদ্যুৎ প্রকল্পও বাতিল। সিদ্ধান্ত মোতাবেক, বিদ্যুৎ প্রকল্প ছাড়াও পরিবেশ বা জীববৈচিত্র হানিকর এমন কোনো কার্যক্রম ওখানে ছাড়পত্র পাবেনা। খবর দিচ্ছে নভেম্বর ২০১০-এর গ্রিন ফাইল।

প্লাস্টিক সায়র ১৬/২৮৯

সমুদ্রে প্লাস্টিকের ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। এই প্লাস্টিক বাতিল প্লাস্টিক। সাগরবিদ ক্যাপ্টেন চার্লস মুর একথা বলেছেন। এই প্লাস্টিকের ভেতর টুথব্রাশ, চিরুনি, চা-পেয়ালা, জলের বোতল সবই আছে। শুশুক-মাছ-হাঙর-তিমি এই প্লাস্টিক ভুল করে খেয়ে নিচ্ছে। এটা ঘটছে প্রশান্ত মহাসাগরে। প্রশান্ত মহাসাগর ১২,৪০০ বর্গমাইলের এমন এক প্লাস্টিক ঘূর্ণাবর্ত আছে। খবর দিচ্ছে ডাটলাস। খবরটা পেয়েছি নেটে।

গরমে গম ১৬/২৯০

গম চাষে উষ্ণায়ন কমবে। মানে গম চাষে গরমকালের হিমসিম গরম খানিক কমবে। ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এমন বলছেন। তাঁরা দেখেছেন, উত্তর আমেরিকা-ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গম চাষ করায় ওখানে গরম কমেছে। খবরটা দিচ্ছে জানুয়ারি'২০১১-এর টেরা গ্রিন।

জলে নামা ১৬/২৯১

ভারতে জলের জীববৈচিত্রের মূল্যায়ন হচ্ছে। করছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস। এখন অব্দি ৮০৭টি লাল তালিকার মাছের ভেতর ১৩টি মাছ ও চার প্রজাতির কীটপতঙ্গ, দুই প্রজাতির শামুক ও একটি উদ্ভিদ প্রজাতির মূল্যায়ন হয়েছে। খবর দিচ্ছে টেরা গ্রিন জানুয়ারি ২০১১।

ট্যাপিওকা ট্যাকটিকস ১৬/২৯২

কেরালায় ট্যাপিওকা পাতা থেকে জৈব কীটনাশক বানানো হয়েছে। বানিয়েছে কেরলের তিরুবনন্তপুরমের সেন্ট্রাল টিউবার ক্রপস রিসার্চ ইনস্টিটিউট। নাম দেওয়া হয়েছে 'নানসা'। এই কীটনাশক নারকেল ও কলাকে পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচাবে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

এক কিলোগ্রাম ট্যাপিওকা থেকে আট লিটার অব্দি জৈব কীটনাশক পাওয়া যাবে। খবর দিচ্ছে জানুয়ারি ২০১১-এর টেরা গ্রিন।

পৃথিবীর অসুখ

১৬/২৯৩

ওয়ার্ল্ড পলিউশন প্রবলেম রিপোর্ট ২০১০ বেরিয়েছে। এটা বের করে ব্ল্যাক স্মিথ ইনস্টিটিউট ও সুইৎজারল্যান্ডের গ্রিন ক্রস। দেখা যাচ্ছে, ভারী ধাতু—কীটনাশক ইত্যাদি বিষ-বস্তুর বিপদ-মাত্রা পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত -সীমাকে ছাড়িয়েছে। প্রতিবেদনে যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, এইচ আই ভি কে জরুরি স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে গণ্য করার কথাও বলা হয়েছে। খবরটা দিচ্ছে ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

জঙ্গলের বাইরে

১৬/২৯৪

কানকুন জলবায়ু অধিবেশনে জঙ্গলরক্ষার কথা খুব এগোয়নি। এই অধিবেশনে জঙ্গল লোপাট আটকে, বনসৃজন করে কার্বন কমানোর চুক্তি হওয়ার কথা। বিকাশমান দেশকে অরণ্য বাঁচাতে অর্থ দেওয়ার কথাও চুক্তিতে সামান্য। আর জনজাতি ও বনবাসীর অধিকার ও সুবিধের কথাও বয়ানে তেমন নেই। খবর দিল ডাউন টু আর্থ জানুয়ারি ১-১৫, ২০১১।

কী বলব ?

১৬/২৯৫

সরকারি সমর্থনে এন্ডোসালফান নিয়ে আলোচনাসভা। আলোচনাসভা হয়েছে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে। টাকা দিয়েছে মনস্যান্টো, এক্সেল, ক্রপ কেয়ার, ইউনাইটেড ফসফরাস, অ্যাসোসিয়েশন অফ বায়োটেক ইন্ডাস্ট্রি সহ ন্যাশনাল সিডস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া। আলোচনাসভার আয়োজক ক্রপ কেয়ার ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া। সহ-সংগঠক কৃষি ও সার-রাসায়নিক মন্ত্রক। মূল বক্তা কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ার। আয়োজকদের ভেতর এক্সেল ক্রপ কেয়ার নিজে এন্ডোসালফান তৈরি করে। প্রাক্তন সাংসদ ও কংগ্রেস নেতৃস্থানীয় ভি এস সুধিরন এই নিয়ে পওয়ারকে তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। ডাউন টু আর্থ জানুয়ারি ১-১৫, ২০১১ সূত্রে এই খবর।

দেনার দায়

১৬/২৯৬

ক্ষুদ্র ঋণ দান প্রকল্প কার্যক্রমে বিভ্রাট। অনাদায়ী অর্থ আদায়ের কড়াকাড়িতে অন্ধ্রপ্রদেশে ৫৪ জন আত্মঘাতী। অন্ধ্র সরকার তাই এবার ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে আইন আনছে। আইন মোতাবেক, সংস্থাগুলির বকেয়া আদায়ের আগে জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ফিরে ঋণ দেওয়া যাবে না। খবর দিল ডাউন টু আর্থ ১-১৫, ২০১১।

~~দুধের ফেলা~~

১৬/২৯৭

মাছচাষ থেকে পরিবেশ-ক্ষতি মাপার এক পদ্ধতি এসেছে। এর নাম গ্লোবাল অ্যাকোয়াকালচার পারফরম্যান্স ইন্ডেক্স রেট। বের করেছে কানাডার ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। স্যামন, কড, টারবট বা গ্রুপার মাছ চাষের বড় উদ্যোগে পরিবেশের বিপুল ক্ষতি হয়। এতে সমুদ্র জগতের দূষণ হয় ও সমুদ্রজলে মারকুটে মাছের সংখ্যা বাড়ে। এই মাছ আদি-প্রজাতি খেয়েও সাফ করে। এই পদ্ধতিতে প্রজাতি ধরে ধরে দেশে দেশে কোন্ মাছ চাষ কতটা পরিবেশ-অনুকূল, তা বিচার করা যাবে। এই পরিমাপ-পদ্ধতিতে আছে দশটি সূচক : যাতে মাছ ধরতে গিয়ে পরিবেশ হানি সহ মাছচাষে রাসায়নিক ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার মাপার নিরিখও আছে। নভেম্বর ১৬-৩০, ২০১০-এ ডাউন টু আর্থে এই খবর পেলাম।

টু না

১৬/২৯৮

ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলো টুনা মাছ ধরা নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রস্তাব মানছে না। প্রস্তাবের পোশাকি নাম ব্রাসেলস সুপারিশ। গত চল্লিশ বছরে ব্লুয়েফিন টুনা অতলান্তিকে আশি শতাংশে নেমেছে। নাগাড়ে টুনা ধরাই এর কারণ। ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাই এই মাছ ধরার পরিমাণ বেঁধে দিতে চাইছে। এই পরিমাণ হচ্ছে দেশ প্রতি, ৬ হাজার টন। দেশগুলো বলছে পরিমাণ কমলে দেশে দেশে কর্মসংস্থান কমবে। ফ্রান্স, সাইপ্রাস, গ্রিস, ইটালি, মালটা, পর্তুগাল, স্পেন এই নিয়ে সোচ্চার। অন্যদিকে ইউরোপের অ-ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

দুধের মতো কালো

১৬/২৯৯

২০০৮-এ চিনে শিশুর কৌটোদুধের কেলেঙ্কারি হয়। ২০১০-এ এই নিয়ে এক প্রতিবাদীকে চিন সরকার জেলে পুরল। প্রতিবাদীর নাম ঝাও লিয়ানহাই। লিয়ানহাইয়ের সন্তানও এই দুধ-মড়কে অসুস্থদের একজন। লিয়ানহাই এক ওয়েবসাইট বানিয়ে এই ভেজাল নিয়ে তথ্য, সব বাবা-মায়েদের জানিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন। রায়ে তার আড়াই বছরের হাজতবাস হল। খবর দিল নভেম্বর ১৬-৩০, ২০১০- এর ডাউন টু আর্থ।

আমেজ!

১৬/৩০০

আসামের ছোট চা চাষিরা সংকটে। ওখানে বিপুল পরিমাণ সার ও কীটনাশকের ফলে মাটির উর্বরতা ক্রমশ কমছে। গত শতকের ৭ দশকের শুরু থেকে ছোট আকারে চা চাষ, ওই রাজ্যে মানুষের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়েছে। ছোট চা চাষির উন্নতিতে স্থানীয় বেকার যুবকরাও চা-চাষে আসছেন। এই অবস্থায় মাটির-উর্বরতা শক্তি ফিরে পেতে, অল আসাম টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন জৈব পদ্ধতিতে চা চাষের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জৈব চাষে ইচ্ছুক বা ইতিমধ্যেই জৈব ভাবে চাষ করছেন এমন চা চাষিকে একশো শতাংশ ভরতুকি দিতে অ্যাসোসিয়েশন, টি বোর্ডকে অনুরোধ জানিয়েছে। খবর দিচ্ছে নভেম্বর ২০১০-এর গ্রিন ফাইল।

সম্পাদকের উদ্দেশে

॥মাননীয়েষু॥

উন্নয়নের নানা নিরীক্ষা চলেছে। নানা বিকল্পের উদাহরণ তৈরি হচ্ছে। এই বিবিধ নিরীক্ষার তথ্য, সিডি, বই, পোস্টার ছড়িয়ে আছে চারপাশে। আমরা ডিআরসিএসসি-র পক্ষ থেকে এই তথ্যসমূহকে একত্রিত করার চেষ্টা করছি বিনিময় ও বিপণনের জন্য। কলকাতায় **বইকল্প** বলে এমনই এক কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই নিয়ে সঙ্গে পাঠানো প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞাপনটি আপনার পত্রে প্রকাশ পেলে বাধিত হব।

শুভেচ্ছাসহ

সুব্রত কুণ্ডু

সম্পাদক || ফেব্রুয়ারি ২০১১

বইকল্প

বিকল্প ভাবনার উৎস

সুহৃদ,

সময় বেশ অস্থির। কৃষি ও পরিবেশ বিপন্ন। তপ্ত হয়ে উঠছে বসুন্ধরা। ছুটে আসছে বহুজাতিক কনভয়...। এমন এক সময়ে যাঁরা আশার ভাঙা টুকরোগুলো জড়ো করছেন, স্বপ্ন বুনছেন, রক্ষা করতে চাইছেন এই ভুবনগ্রাম—তাদের কথা, তাদের স্বর, তাদের ছবি একত্রিত হওয়া খুব জরুরি। যা হয়তো বিকল্প উন্নয়ন-চিন্তার অভিমুখকে আরোও স্পষ্ট করে তুলতে পারে।

এই ভাবনাকে সামনে রেখে, আমরা আমাদের ঢাকুরিয়া অফিসে এমনই এক কেন্দ্র শুরু করেছি। যেখানে এই বিবিধ সংগঠন ও প্রকাশনার বিবিধ বিকল্প-চিন্তার বই-পত্রিকা-সিডি-পোস্টার-এর সম্ভার একত্রিত হচ্ছে বিনিময়ের জন্য-বিপণনের জন্য। সঙ্গে থাকছে বসে পড়ার সুযোগ। আড্ডাঘর।

আপনি তো আসছেনই, সঙ্গে আপনার বন্ধুকেও আনছেন। আর আপনার যদি এমন কোনো প্রকাশনা থাকে, তাও আপনি এই কেন্দ্রে স্বচ্ছন্দে রাখতে পারেন।

১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) (দক্ষিণাপনের উল্টোদিকে)
কলকাতা ৭০০ ০৩১ দূরভাষ - ২৪৭৩ ৪৩৬৪।। ২৪৪২ ৭৩১১ ।।
সময় : ১০টা থেকে ৭টা। সোম থেকে শনি।

ঢাকুরিয়ায় এবার বিকল্প বইঘরের হৃদয়পুর

যোগাযোগ | ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮ এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ :** ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুণ্ডু